সের্গেই আক্সাকভ
আলতা জবা
'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

সের্গেই আক্সাকভ

আলতা জবা

অনুবাদ: অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন: ইউলিয়া উস্তিনভা

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

সে অনেক কাল আগেকার কথা। কোন এক রাজ্যে, কোন এক দেশে ছিলেন এক ধনী-মানী সদাগর।

তাঁর ছিল অঢেল ধনদৌলত, সাগরপারের দামী দামী জিনিস, হীরে-মুক্তো, জহরত, সোনাদানা আর রুপোর ভাণ্ডার। আর ছিল সেই সদাগরের তিন মেয়ে — তিনটিতেই রূপের ডালি, তবে সবার সেরা — ছোট মেয়ে।

সেই সদাগর সাত সমুদ্দুর, তেরো নদী, সাত রাজার রাজ্যি আর তেপান্তর পেরিয়ে বাণিজ্যে যাবেন। যাবার আগে তিনি তাঁর মিষ্টি মেয়েদের বললেন:

'আমার লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো মেয়েরা, আমি বাণিজ্যে চললাম, তোমরা আমাকে
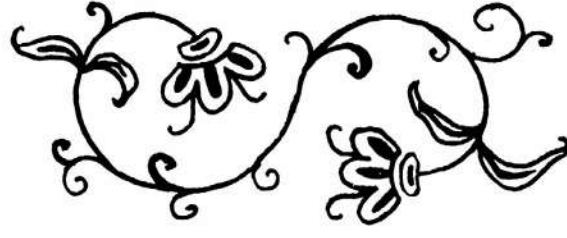
ছাড়া ভালোভাবে, লক্ষ্মীটি হয়ে থেকো, আমি তোমাদের জন্যে উপহার নিয়ে আসব — যে যেমন চাও। তিন দিন ভাবার সময় দিলাম, তারপর আমাকে বলবে তোমাদের কার কী উপহার চাই।'

তিন দিন তিন রাত ধরে তারা ভাবল, তারপর বাপের কাছে এলো। বাপ তাদের জিজ্ঞেস করলেন কে কী উপহার চায়। বড় মেয়ে বাপকে গড় করে প্রথমে বলল:

'বাপ গো আমার, প্রণাম শতকোটি! সোনা-রুপোর জরিতে কাজ নেই, মেরু-নকুলের চিকণ-কালা চামড়াতে কাজ নেই, আঁখির সমান মুক্তো — তা-ও নয়। আমার জন্যে মণি-মানিক গাঁথা সোনার মুকুট এনো। তাতে যেন থাকে এমন সব মণি-মাণিক্য, যেখান থেকে ঠিকরে বেরোয় জোছনার আলো, রাঙা সুয্যির আলো, আর সে আলোয় মিশমিশে রাত যেন দিনদুপুরের মতো ঝকঝকে হয়ে ওঠে।'

ভালোমানুষ সদাগর একটু ভেবে বললেন:

'ভালো কথা গো, লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো মেয়ে, এমন মুকুট আমি তোমায় এনে দেব; তা আছে সাগরপারের এক রাণীর কাছে, কিন্তু লুকানো আছে পাথরে গড়া ভান্ডারে, সেই ভান্ডার আবার আছে কঠিন শিলার পাহাড়ের ভেতরে তিন তিনটে লোহার ফটক আর তিন তিনটে পেল্লাই কুলুপের আড়ালে। কাজটা তেমন সহজ নয়, তবে আমার ধনদৌলতের কল্যাণে কোন বাধাই বাধা নয়!'

মেজো মেয়ে তাঁকে গড় করে বলল:

'বাপ গো আমার, প্রণাম শতকোটি! সোনা-রুপোর জরিতে কাজ নেই, মেরু-নকুলের চিকণ-কালা চামড়াতে কাজ নেই, আঁখির সমান মুক্তো দিয়ে মালা, মণিমানিক গাঁথা সোনার মুকুট — তা-ও নয়। আমার জন্যে এনো আরশি — পুব দেশের স্ফটিকের আস্ত, নিখুঁত আরশি। তাতে তাকালেই যেন আমি দেখতে পাই ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্য, আর তার দিকে তাকালে এমন হবে যে আমার বয়স বাড়বে না, আমার কাঁচা বয়সের রূপ আরও বাড়তে থাকবে।'

ভালোমানুষ সদাগর ভাবনায় পড়লেন, একটু ভেবে তাকে এই কথাগুলো বললেন:

'ভালো কথা গো, লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো মেয়ে, এমন স্ফটিকের আরশি আমি তোমাকে এনে দেব; তা আছে পারস্যদেশের রাজকন্যের কাছে, লুকানো আছে উঁচু পাষাণগড়ে, কুঠুরির ভেতরে, কঠিন শিলার পাহাড়ের ওপরে, সাত সাতটা লোহার ফটক আর সাত সাতটা কুলুপের আড়ালে। পাষাণগড়ের সেই ফটকে যেতে গেলে পেরোতে হয় তিন হাজার সিঁড়ি আর প্রত্যেকটি সিঁড়িতে দিন রাত খাড়া আছে খোলা ইরানী তলোয়ার হাতে একেকটি ইরানী যোদ্ধা। ঐ লোহার ফটকগুলোর চাবির গোছা থাকে রাজকন্যের কোমরের তাগায়। তোমার কাজটা বোনের তুলনায় খানিকটা শক্ত বটে, তবে আমার ধনদৌলতের কল্যাণে কোন বাধাই বাধা নয়।'

ছোট মেয়ে বাপকে গড় করে বলল:

'বাপ গো আমার, প্রণাম শতকোটি! সোনা-রুপোর জরিতে কাজ নেই, মেরু-নকুলের চিকণ-কালা চামড়াতে কাজ নেই, আঁখির সমান মুক্তোরাশির মালা, মণির মুকুট, স্ফটিকের আরশি — এর কোনটাই নয়। আমার জন্যে এনো আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর আর কোন ফুল এই দুনিয়ায় নেই।'

ভালোমানুষ সদাগর এবারে আরও ভাবনায় পড়লেন। বেশ করে ভাবনাচিন্তা করলেন, তারপর আদরের ধন ছোট মেয়েকে চুমো খেয়ে, আদর করে বললেন:

'তা তুমি আমাকে যে কাজের ভার দিলে সেটা তোমার বোনদের দেয়া কাজের চেয়ে ঢের শক্ত। কী খুঁজতে হবে জানা থাকলে খুঁজে বার করা যায়, কিন্তু যা নিজেরই জানা নেই তার খোঁজ পাব কোথা থেকে? আলতা জবা বার করা আর এমন কি কঠিন? কিন্তু কী করে জানব যে দুনিয়ায় তার চেয়ে সুন্দর আর কোন ফুল নেই? চেষ্টা করব, কিন্তু উপহার তেমন না হলে রাগ করো না।'

ভালোমানুষ সদাগর ত ঘুরতে থাকেন সাগরপারের ভিন দেশ থেকে দেশান্তরে, অচীন

রাজাদের রাজ্যে রাজ্যে। খুঁজে বার করলেন বড় মেয়ের সাধের উপহার — সেই মুকুট, তাতে এমন সব মণি-মাণিক্য যাদের আলোয় মিশমিশে রাত দিনদুপুরের মতো ঝকঝক করে। খুঁজে বার করলেন মেজো মেয়ের সাধের উপহার — স্ফটিকের আরশি, তার ভেতরে দেখা যায় ত্রিভুবনের সমস্ত সৌন্দর্য, আর তার দিকে তাকালে কাঁচা বয়সের রূপ বুড়োয় না, বরং আরও বেড়ে যায়। কেবল খুঁজে পান না তাঁর আদরের ধন ছোট মেয়ের সাধের উপহার — আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর আর কোন ফুল এই দুনিয়ায় নেই।

বহু রাজা-রাজড়া আর সুলতানদের বাগিচায় তিনি এমন এমন আলতা জবা দেখলেন যাদের রূপের বর্ণনা কথায় বলে শেষ করা যায় না, কলমে লেখা যায় না। কেউই তাঁকে
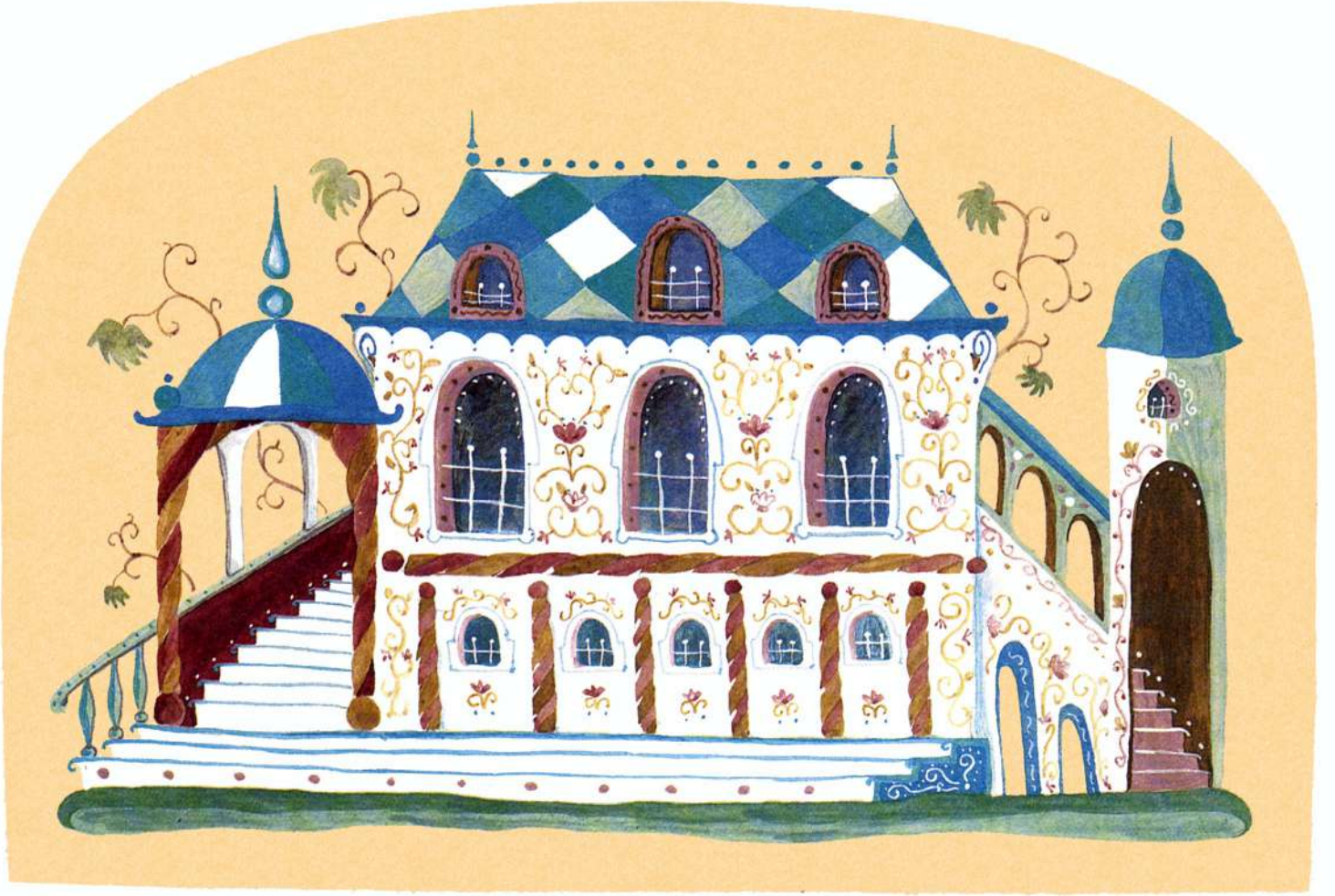
হলফ করে বলতে পারে না যে দুনিয়ায় তার চেয়ে সুন্দর ফুল আর নেই। তিনি তাঁর বিশ্বাসী অনুচরদের নিয়ে চলেছেন পথে পথে, ঝুরঝুরে বালি আর ঘন ঘন জঙ্গল ভেদ করে। এমন সময় কোথা থেকে যেন তাঁর ওপর হামলা করল ডাকাতের দল। বিপদ এড়ানোর কোন উপায় নেই দেখে ভালোমানুষ সদাগর উটের সারি বোঝাই ধনদৌলত আর বিশ্বাসী অনুচরদের ছেড়ে অন্ধকার বনের ভেতরে ছুটে পালালেন। ভাবলেন: 'বন্দী হয়ে পরের অধীনে সারাটা জীবন কাটানোর চেয়ে ভয়ঙ্কর জন্তুজানোয়ারেরা যদি আমাকে ছিঁড়ে ফেলে তা-ও ভালো।'

সেই ঘন দুর্গম বনের ভেতরে তিনি ঘুরতে থাকেন, যত দূরে যান ততই পথ ভালো হতে থাকে, যেন তাঁর সামনে থেকে গাছপালা সরে গিয়ে পথ করে দেয়, ঘন ঝোপঝাড় ফাঁক হয়ে যায়। ভালোমানুষ সদাগর ত অবাক। ভেবে কূল পান না এ কী আশ্চর্য কান্ডকারখানা ঘটছে। ভাবতে ভাবতে তিনি চলছেন ত চলছেনই। তাঁর পায়ের নীচের
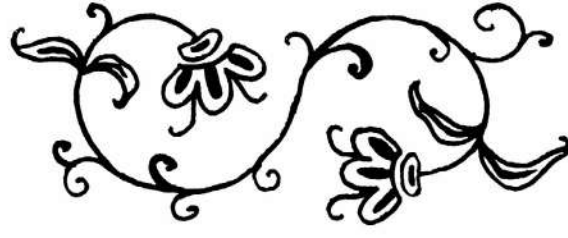
পথ সমান। সকাল থেকে সাঁঝ অবধি চলতেই থাকেন, তাঁর আশেপাশে সব যেন নিঝুম। দেখতে রাতের আঁধার নেমে এলো; চারদিকে ঘুটঘুটে আঁধার, অথচ পায়ের নীচে আলোয় আলো। প্রায় মাঝরাত অবধি এই ভাবে চলার পর তিনি দেখতে পেলেন সামনে যেন ভোরের লাল আভা। যত দূরে যান ততই ফরসা হতে থাকে, প্রায় দিনের মতো ফটফটে, অথচ কোন আওয়াজ নেই, আগুন জ্বলার পট্‌পট শব্দও নেই। শেষে বেরিয়ে এলেন বনের ভেতরের এক বিশাল ফাঁকা জায়গায়। সেই বিশাল ফাঁকা জায়গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক রাজপুরী — আগাগোড়া আগুনে, সোনা-রুপোয় আর জহরতে ঝলমল করছে। আগাগোড়া দাউদাউ করছে, ঝলমল করছে, অথচ আগুনের দেখা নেই; ঠিক যেন টুকটুকে সুষ্যিটি, তাকালে চোখ টাটায়। রাজপুরীর সব জানলা দরাজ খোলা, ভেতরে মিঠে সুরে বাদ্যি বাজছে, এমন বাদ্যি তিনি কখনও শোনেন নি।

রাজবাড়ির সিঁড়িতে লাল টকটকে মিহি বনাত বিছানো, সিঁড়ির হাতল সোনালি। সিঁড়ি বয়ে তিনি ভেতরে ঢুকলেন, ঢুকলেন এক কুঠরীতে — কেউ নেই, অন্য কুঠরীতে, তৃতীয় কুঠরীতে — কেউ নেই; একে একে পাঁচ পাঁচটি কুঠরী, দশ দশটি কুঠরী ঘুরলেন — কোথাও কেউ নেই; তা হলে কী হবে, যে দিকে চোখ যায়, সাজসজ্জা রাজবাড়ির মতো — অমন শোনা যায় না, দেখা যায় না — সোনা-রুপো, পুর দেশের স্ফটিক, হাতি আর ম্যামথের দাঁতের ছড়াছড়ি।

অমন ধনদৌলতের কথা মুখে বলে শেষ করা যায় না। ভালোমানুষ সদাগর অবাক, আরও অবাক এই ভেবে যে বাড়ির কর্তা নেই; কেবল কর্তাই বা কেন, দাসদাসীও নেই; অথচ বাদ্যি বেজেই চলেছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন: 'সবই ভালো, কিন্তু খাবার কিছু নেই' — যেমন মনে মনে ভাবা অমনি তাঁর সামনে এসে হাজির ঝকঝকে-তকতকে টেবিল: সোনা-রুপোর বাসনে কত রকমেরই না মিষ্টি খাবার, ভিনদেশী সুরা আর মধুর সরবত। টেবিলের ধারে তিনি বসে পড়লেন; ইচ্ছেমতো পান করলেন, পেট পুরে খেলেন, কেননা পুরো
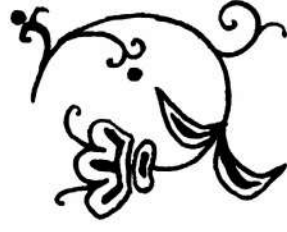
আট প্রহর তিনি কিছু খান নি। খাবার এমনই যে মুখে বর্ণনা দেওয়া যায় না — খেয়ে আর আশ মেটে না। খাওয়ার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন খাবার আর টেবিলের কোন চিহ্ন নেই। বাদ্যি কিন্তু বেজেই চলেছে।

এই অদ্ভুতের ওপর অদ্ভুত কান্ড, আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য ব্যাপার দেখে ভালোমানুষ সদাগর অবাক, তিনি নানা অলঙ্কারে সাজানো এ মহল ও মহল ঘোরেন, তারিফ করেন, আর মনে মনে ভাবেন: 'এবারে শুয়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে একচোট ঘুম দিতে পারলে তোফা হত' — অমনি দেখতে পেলেন সামনে এসে হাজির জাফরি কাটা, খাঁটি সোনার পালঙ্ক, তার পায়াগুলো স্ফটিকের, ওপরের চাদরটা রুপোলি, চাদরে সোনার ঝালর আর মুক্তোর ঝুমকো।

এই নতুন আশ্চর্য কান্ড দেখে সদাগর অবাক। উঁচু পালঙ্কে শুতে যান, রুপোলি চাদরটা টানতে গিয়ে দেখেন তা পাতলা আর নরম — যেন রেশমের। মহলে অন্ধকার নেমে এলো — ঠিক যেন সাঁঝের বেলা, আর বাদ্যি যেন বাজছে অনেক দূরে। তিনি ভাবলেন: 'আঃ মেয়েদের অন্তত স্বপ্নেও যদি দেখা পেতাম!' — তক্ষুনি তিনি ঘুমে ঢলে পড়লেন।

সদাগরের যখন ঘুম ভাঙল ততক্ষণে সূর্য গাছের মাথার ওপরে উঠে গেছে। সারা রাত তিনি স্বপ্নে দেখেছেন তাঁর মিষ্টি মেয়েদের: বড় আর মেজো যেন খুশিতে ডগমগ, কেবল আদরের ছোট মেয়েটির মুখ ভার: বড় আর মেজো মেয়ের যেন ধনী বর জুটেছে, তারা বাপের আশীর্বাদের অপেক্ষা না করেই বিয়ের তোড়জোর করছে; আদরের ধন, রুপের ডালি ছোট মেয়েটি কিন্তু যতক্ষণ তার বাপ না ফিরছেন ততক্ষণ বিয়ের কথা কানে তুলছে না। বাপের মনে যেমন আনন্দ হল তেমনি দুঃখও হল।

উঁচু পালঙ্ক ছেড়ে ওঠামাত্রই দেখেন তাঁর জন্যে পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী, স্ফটিকের বাটিতে ঝরে পড়ছে ফোয়ারার জল। তিনি জামাকাপড় পরে নিলেন, মুখ-হাত ধুলেন,
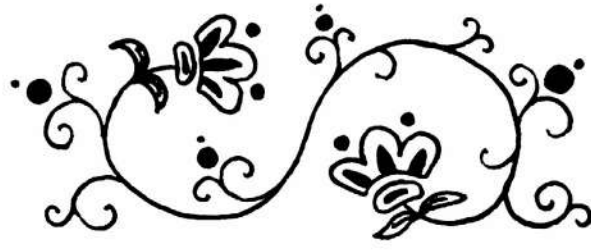
এখন আর নতুন কোন অদ্ভুত কাণ্ড দেখে তাঁর অবাক লাগছে না: টেবিলে চা আর কফি, সেই সঙ্গে জলখাবার — মিঠাই। ভগবানের নাম করে তিনি প্রাণ ভরে খেলেন, উঠে আবার এ কুঠরী ও কুঠরী ঘোরেন, সূর্যের রাঙা আলোয় আবার সেগুলোকে দেখে চোখ জুড়াতে চান।

তিনি নামতে থাকেন অন্য সিঁড়ি বয়ে। ধাপগুলো সবুজ মর্মরপাথরের আর তামাটে মালাকাইটের, হাতল সোনালি। নেমে সোজা চলে এলেন সবুজ গাছগাছড়ায় ছাওয়া বাগানে। তিনি ঘুরে বেড়ান আর তারিফ করেন: গাছে গাছে ঝুলছে পাকা টসটসে টুকটুকে ফলপাকড় — যেন নিজেরাই মুখে পড়ার জন্যে উসখুস করছে, তাদের দিকে তাকালে জিভে জল আসে; কত রকমের যে সুন্দর সুন্দর ফুল, আর উড়ছে সব নাম-না-জানা পাখি-পাখালি, গান গাইছে যেন স্বর্গপুরীর। ফোয়ারা থেকে এত উঁচুতে জল উঠছে যে সেদিকে তাকাতে গেলে মাথা পেছনে হেলাতে হয়, কুলকুল শব্দে স্ফটিকের নালায় নালায় ছুটে চলেছে ঝরণার ধারা।

ভালোমানুষ সদাগর ঘোরেন আর অবাক হয়ে যান। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন একটা ছোট্ট সবুজ টিলার ওপর ফুটে আছে আলতা জবা। এমন রূপ কেউ কখনও দেখে নি, তার কথা কেউ কখনও শোনেও নি। সে রূপের বর্ণনা কথায় বলে শেষ করা যায় না, কলমে লেখা যায় না।ভালোমানুষ সদাগরের নিশ্বাস আর পড়ে না; তিনি সেই ফুলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ফুলের গন্ধ বাগিচাময় যেন ধারার মতো ছুটে চলেছে। সদাগরের হাত-পা কেঁপে উঠল। তিনি আনন্দে বলে ফেললেন:

'এই ত আলতা জবা! এর চেয়ে সুন্দর আর কোন ফুল এই দুনিয়ায় নেই, এটাই আমার আদরের ধন ছোট মেয়ে চেয়েছিল।'

এই কথা বলেই তিনি এগিয়ে গিয়ে আলতা জবা ছিঁড়ে নিলেন। তক্ষুনি বিনামেঘে বিজলি ঝিলিক দিয়ে উঠল, কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল, পায়ের নীচে মাটিও কেঁপে উঠল, আর সদাগরের সামনে মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল এক মূর্তি — না জন্তু, না মানুষ —
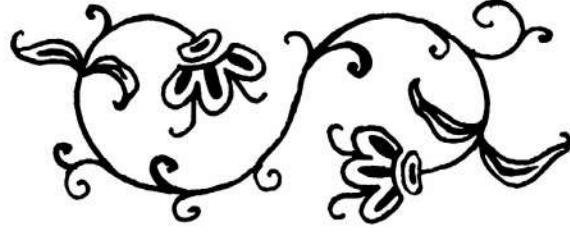
কিম্ভূত, বিকট, লোমশ দানব। সে ভয়ঙ্কর গর্জন করে বলল:

'তোর এত বড় আস্পর্ধা যে আমার বাগানের, আমার আরামবাগের সাধের ফুল ছিঁড়লি? আমি ওটাকে চোখের মণির মতো যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম, রোজ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শান্তি পেতাম, আর তুই কিনা আমার জীবনের শান্তি নষ্ট করলি! আমি তোকে আদরের অতিথি বলে যত্ন করলাম, পান করতে দিলাম, ভোজ খেতে দিলাম, শুতে দিলাম, আর তুই কিনা আমার ভালো কাজের এই প্রতিদান দিলি? তাহলে জেনে রাখ, তোর কপাল মন্দ: তোর এই পাপের জন্যে তোকে অকালে মরতে হবে!..'

সঙ্গে সঙ্গে চার দিক থেকে অসংখ্য বন্য জন্তু হাউমাউ করে হাঁকডাক করে উঠল:

'তোর এই পাপের জন্যে তোকে অকালে মরতে হবে!'

সদাগর লোমশ দানবটার সামনে নতজানু হলেন, করুণ স্বরে বললেন:

'দোহাই তোমার, রাজামশাই, বুনো জানোয়ার, জলদৈত্য, কী ভাবে যে তোমার গুণগান করব জানি না, সে জ্ঞান আমার নেই! খ্রীস্টের দোহাই, না বুঝে শুনে আমি যে কুকাজ করে ফেলেছি তার জন্যে আমাকে প্রাণে মেরো না, আমাকে কাটার, আমার গর্দান নেওয়ার হুকুম করো না, আজ্ঞা হয় ত আমি আমার কথা বলি। আমার আছে তিন কন্যা, তিনটিই সুন্দরী, মিষ্টি আর চোখজুড়ানো। আমি ওদের একেকটা উপহার এনে দেব কথা দিয়েছিলাম: বড় মেয়েকে—মণি-মাণিক্যের মুকুট, মেজো মেয়েকে—স্ফটিকের আরশি, আর ছোট মেয়েকে — আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দের ফুল দুনিয়ায় আর নেই। বড় আর মেজোর উপহার আমি খুঁজে পেয়েছি, কিন্তু ছোট মেয়ের উপহার খুঁজে পেলাম না। এমন উপহার—আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর ফুল দুনিয়ায় আর নেই—দেখতে পেলাম তোমার বাগানে। আমি ভাবলাম, ধনীর সেরা ধনী, নামজাদা আর ক্ষমতাবান এমন যিনি প্রভু তিনি আলতা জবার জন্যে হা-হুতাশ করবেন না। আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নেই,
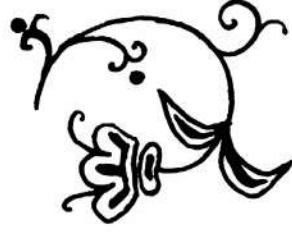
আমি মুখ্যু মানুষ, আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে আমার মেয়েদের কাছে যেতে দাও, আর আমার আদরের ধন ছোট মেয়ের জন্যে আলতা জবাটা আমাকে উপহার দাও। তুমি যত সোনাদানা চাও দেব।'

বন জুড়ে অট্টহাসি উঠল, যেন কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল, বুনো জানোয়ার, জলদত্যি বলল:

'তোর সোনাদানায় আমার কাজ নেই: আমার নিজের সোনাদানাই রাখার জায়গা নেই। তোর বাঁচার একটি মাত্র উপায় আছে। তোর কোন ক্ষতি না করে তোকে বাড়ি যেতে দেব, প্রচুর ধনরত্ন পুরস্কার দেব, আলতা জবা উপহার দেব, যদি আমাকে খাঁটি সদাগরের মতো দিব্যি করে বলিস আর নিজের হাতে লিখে দিস যে তোর বদলে মেয়েদের একজনকে পাঠিয়ে দিবি। আমি তাকে কোন দুঃখু দেব না, সে আমার কাছে মান নিয়ে, দিব্যি থাকবে, যেমন তুই আমার পুরীতে ছিলি। একা একা থাকতে আমার খারাপ লাগে, আমি একজন বন্ধু পেতে চাই।'

'দোহাই তোমার রাজামশাই, বুনো জানোয়ার, জলদত্যি! আমার মেয়েরা যদি নিজের ইচ্ছেয় তোমার কাছে আসতে না চায় তখন কী করব? তা ছাড়া তোমার এখানে কোন পথেই বা আসা যায়? তোমার কাছে আমার আসতে লেগেছে পুরো দুটি বচ্ছর, কিন্তু কোন কোন জায়গা দিয়ে, কোন কোন পথে এসেছি তা আমি জানি না।'

বুনো জানোয়ার, জলদত্যি বলল:

'তোর মেয়ে যদি তোকে ভালোবাসে তা হলে তার টানে, আপনিই, নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসবে। আর মেয়েরা কউ-ই যদি নিজের ইচ্ছেয় না আসে তা হলে তুই নিজে আসবি। তখন আমি তোকে নিষ্ঠুর সাজা দেব — প্রাণে মারব। আর কী ভাবে আসতে হবে—সে ভাবনা তোর নয়। আমার আঙুল থেকে আংটি খুলে তোকে দিচ্ছি: যে এটা ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরবে সে চোখের পলকে তার ইচ্ছে

মতো জায়গায় যেতে পারবে। তোকে বাড়িতে থাকার সময় দিচ্ছি তিন দিন তিন রাত।'

সদাগর ভাবলেন আর ভাবলেন, অনেকক্ষণ ভেবে শেষকালে ঠিক করলেন: 'মেয়েদের সঙ্গে দেখা করাই ভালো। বাপের কর্তব্যটা সেরে আসি, ওদের আশীর্বাদ করে আসি। ওরা যদি আমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচাতে না চায় তা হলে ধার্মিকের মতো মরার জন্যে তৈরি হব, বুনো জানোয়ারটার কাছে, জলদাত্যিটার কাছে ফিরে আসব।' তাঁর মাথায় কোন দুষ্টবুদ্ধি ছিল না। বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি অমনিতেই তা জানত। সদাগর যে সত্যবাদী তা সে বুঝতে পারল। হাত থেকে সোনার আংটি খুলে সে ভালোমানুষ সদাগরকে দিল।

ভালোমানুষ সদাগর তাঁর ডান হাতের কড়ে আঙুলে আংটিটা পরেছেন কি পরেন নি, অমনি নিজের বাড়ির বিশাল আঙ্গিনার তোরণের মধ্যে এসে হাজির; সেই সময় ঐ তোরণের ভেতর দিয়েই আসতে দেখা গেল তার ধনদৌলত বোঝাই উটের সারি আর বিশ্বাসী অনুচরদের। বাড়িতে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে গেল। মেয়েরা বাপকে চুমো খায়, আদর করে, সোহাগভরে ডাকে, ছোটর চেয়ে বেশি গদগদ ভাব দেখায় বড় দুই বোন। তারা দেখল, বাপ কেমন যেন অখুশি, তাঁর মনের কোথায় যেন একটা গোপন ব্যথা আছে। বড় দুই মেয়ে জানার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, তাঁর বিরাট ধনদৌলত খোয়া গেছে কিনা। ছোট মেয়ে কিন্তু ধনদৌলতের কথা ভাবে না, সে তার বাপকে বলে:

'তোমার ধনদৌলতে আমার কাজ নেই; ধনদৌলত রোজগার করা যায়। তোমার মনের ভেতরে কী দুঃখ চাপা আছে আমাকে বল।'

ভালোমানুষ সদাগর তখন তাঁর লক্ষ্মী মেয়েকে, চোখজুড়ানো আদরের মেয়েটিকে বললেন:

'বিরাট ধনদৌলত আমার খোয়া যায় নি, বরং ধনদৌলত দুগুণ-চারগুণ লাভ করেছি;
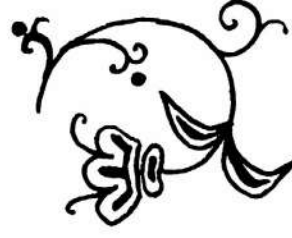
আমার দুঃখ অন্য। কাল তোমাদের সে কথা বলব, আর আজ আমোদ-ফুর্তি করা যাক।'

তিনি লোহার পাতে মোড়া সফরি সিন্দুক-পেঁটরা আনার হুকুম দিলেন। বার করেন বড় মেয়ের জন্যে সোনার মুকুট, বার করেন মেজো মেয়ের উপহার — পুবদেশী স্ফটিকের আরশি, বার করেন ছোট মেয়ের উপহার — সোনার ঘটে বসানো আলতা জবা। বড় দুই মেয়ে আহ্লাদে আটখানা। কেবল আদরের ধন ছোট মেয়ে আলতা জবা দেখামাত্রই থরথর করে, কেঁপে উঠল, কেঁদে ফেলল। ফুলটা নিল যেন অনিচ্ছাভরে। বাপের হাতে চুমো খায়, হাপুস নয়নে কেঁদে ভাসায়।

সাঁঝের বেলায় এখান ওখান থেকে অতিথিরা এসে জুটল, সদাগরের বাড়ি বড় বড় অতিথি আর আত্মীয়স্বজনে গমগম করতে লাগল। মাঝরাত অবধি কথাবার্তা। আর সন্ধের ভোজটা এমনই হয়েছিল যে ভালোমানুষ সদাগর তেমন তাঁর বাড়িতে কোন কালে দেখেন নি। কোথা থেকে যে কী আসছিল তিনি তার আন্দাজ করতে পারছিলেন না; অন্যেরাও দেখে অবাক — সোনা-রুপোর বাসন, আজব আজব খাবার — এমন কেউ কখনও বাড়িতে দেখে নি।

ভোরবেলায় সদাগর বড় মেয়েকে ডেকে পাঠালেন, যা যা ঘটেছিল বড় মেয়েকে বলে জিজ্ঞেস করলেন নিষ্ঠুর মরণের কবল থেকে বাপকে বাঁচানোর জন্যে সে বুনো জানোয়ারের কাছে, জলদত্যির কাছে বাস করতে যেতে রাজি কিনা। বড় মেয়ে মোটেই রাজি হল না, বলল:

'যে মেয়ের জন্যে বাপ আলতা জবা এনে দিয়েছেন সেই মেয়েই বাপকে উদ্ধার করুক।'

ভালোমানুষ সদাগর দ্বিতীয় মেয়েকে, মেজো মেয়েকে ডেকে পাঠালেন, যা যা ঘটেছিল মেজো মেয়েকে বলে জিজ্ঞেস করলেন নিষ্ঠুর মরণের কবল থেকে বাপকে বাঁচাতে সে রাজি কিনা। মেজো মেয়ে মোটেই রাজি হল না, বলল:

'যে মেয়ের জন্যে বাপ আলতা জবা এনে দিয়েছেন সেই মেয়েই বাপকে উদ্ধার করুক।'

ভালোমানুষ সদাগর ছোট মেয়েকে ডেকে পাঠালেন, তাকে সব বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন, বৃত্তান্ত শেষ হতে না হতেই আদরের ধন ছোট মেয়ে তাঁর সামনে নতজানু হয়ে বলল:

'বাপ গো আমার, প্রণাম শতকোটি! আশীর্বাদ কর: বুনো জানোয়ারের কাছে, জলদত্যির কাছে আমি যাব, আমি তার কাছে বাস করব। আমার জন্যে তুমি আলতা জবা এনে দিয়েছ, আমার উচিত তোমাকে বাঁচানো।'

ভালোমানুষ সদাগর চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দিলেন, আদরের ধন ছোট মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন, তাকে বললেন:

'আমার লক্ষ্মী সোনা, চোখজুড়ানো আদরের ধন ছোট মেয়ে, তুমি যে নিষ্ঠুর মরণের কবল থেকে বাপকে উদ্ধার করছ, নিজে থেকে, নিজের ইচ্ছায় কুৎসিত ও ভয়ংকর বুনো

জানোয়ারের কাছে বাস করতে চলছ তার জন্যে আমার আশীর্বাদ, বাপের আশীর্বাদ ত তুমি পাবেই। তুমি তার পুরীতে প্রচুর ধনদৌলতের মধ্যে যেমন খুশি তেমন থাকতে পারবে; কিন্তু কোথায় সেই পুরী — কেউ জানে না, কেউ দেখে নি, সেখানে যাওয়ার পথ নেই। তোমার খোঁজখবর আমরা পাব না, আমাদের কোন খোঁজখবরও তুমি পাবে না। আমি এই দুঃখের জীবন কাটাব কী করে? তোমার মুখ দেখতে পাব না, তোমার মুখের মিঠে বুলি শুনতে পাব না।'

আদরের ধন ছোট মেয়ে বাপকে বলে:

'বাপ গো আমার, কেঁদো না গো, দুঃখ করো না। আমি থাকব বড়লোকের মতো, আমার জীবন হবে স্বাধীন। বুনো জানোয়ারকে, জলদৈত্যকে আমি ডরাই না, সৎপথে থেকে আমি তাকে ভালো ভাবে সেবা করব, সে আমার কর্তা, তার ইচ্ছে আমি পূরণ করব। হয়ত আমার ওপর তার দয়াও হতে পারে। আমি ত বেঁচেই আছি। আমি কি মরে গেছি যে আমার জন্যে বিলাপ করছ? ভগবান যদি করেন, আমি তোমার কাছে
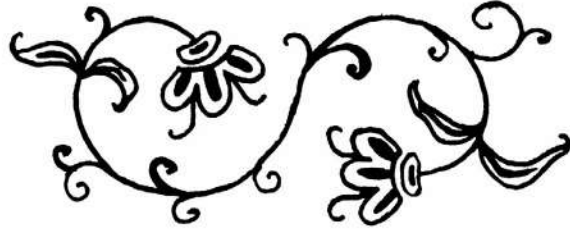
ফিরে আসব।'

ভালোমানুষ সদাগর কাঁদেন, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন, এমন কথায় সান্ত্বনা পান না।

তিন দিন তিন রাত কাটল। ভালোমানুষ সদাগরের বিদায় নেবার পালা, বিদায় দিতে হয় আদরের ধন ছোট মেয়েকে। তিনি তাকে চুমো খান, আদর করেন, অঝোর ধারায় চোখের জল ফেলেন। পাতে মোড়া পেটিকা থেকে বুনো জানোয়ারের, জলদত্যির আংটিটি বার করেন, আদরের ধন ছোট মেয়ের ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরিয়ে দেন— সেই মুহূর্তেই মেয়ের আর কোন চিহ্ন রইল না।

সে এসে পড়ল বুনো জানোয়ারের পুরীতে, জলদত্যির পুরীতে, পাথরের উঁচু উঁচু কুঠরীর ভেতরে। সে তার সমস্ত উঁচু উঁচু কুঠরী দেখতে দেখতে চলল। অনেকক্ষণ চলল, আজব আজব সমস্ত ব্যাপার দেখে তাক লেগে যায়। একটা কুঠরী আরেকটার চেয়ে সুন্দর। সোনার ঘট থেকে বড় সাধের আলতা জবা বার করে নিয়ে বাগানের সবুজ গাছপালার মধ্যে নেমে এলো। সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা তাকে লক্ষ্য করে গেয়ে উঠল স্বর্গপুরীর গান, আর গাছপালা, ঝোপঝাড়, ফুলের দল তাদের মাথা নাড়তে লাগল, যেন তার সামনে মাথা নোয়াল। জলের ফোয়ারা আরও ওপরে উঠল, আরও কলকল শব্দ করে উঠল ঝরণার ধারা। সে খুঁজে বার করল সেই উঁচু জায়গাটা যেখান থেকে ভালোমানুষ সদাগর ছিঁড়েছিলেন আলতা জবা, যার চেয়ে সুন্দর ফুল দুনিয়ায় আর নেই। সেই আলতা জবাকে সোনার ঘট থেকে বার করে সে আগের জায়গায় বসাতে যাবে, অমনি সে নিজেই টুক করে তার হাত থেকে ছুটে গিয়ে আগেকার জায়গায় গিয়ে লেগে গেল, আগের চেয়েও সুন্দর হয়ে ফুটে রইল।

এই অদ্ভুতের ওপর অদ্ভুত কাণ্ড, আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সে অবাক, সাধের আলতা জবার দিকে তাকিয়ে তার আনন্দ ধরে না। এবারে সে ফিরে চলল তার পুরীর কুঠরীগুলোর দিকে। সেগুলোর একটাতে টেবিল সাজানো রয়েছে। সে সবে
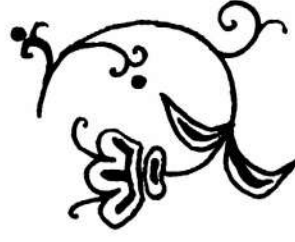
মনে মনে ভাবল: 'দেখা যাচ্ছে আমার ওপর বুনো জানোয়ারের, জলদত্যির কোন রাগ নেই, সে আমার সঙ্গে দরদী কর্তার মতো ব্যবহার করবে,' অমনি সাদা মর্মরপাথরের দেয়ালে অগ্নি-আখরে ফুটে উঠল:

'আমি কর্তা নই, আমি হুকুমের চাকর। তুমি আমার কর্ত্রী, তুমি যা চাও, যা তোমার মন চায়, তা-ই তামিল করে খুশি হব।'

অগ্নি-আখরে লেখা কথাগুলো তার পড়া হয়ে যাওয়া মাত্রই সাদা মর্মরপাথরের দেয়াল থেকে মুছে গেল — যেন সেখানে কোন কালেই ছিল না। তার মনে মনে ইচ্ছে হল বাপের কাছে চিঠি লেখে, নিজের সংবাদ জানায়। ভাবতে না ভাবতেই সামনে কাগজ, সোনার কলম আর দোয়াত। সে তার আদরের বাপকে আর স্নেহের বোনদের চিঠি লেখে:

'আমার জন্যে কেঁদো না, দুঃখ করো না, আমি বুনো জানোয়ারের পুরীতে, জলদত্যির পুরীতে কর্ত্রীর মতো আছি। নিজে তাকে দেখতে পাই নি, তার আওয়াজও শুনি নি, কিন্তু সে অগ্নি-আখরে সাদা মর্মরপাথরের দেয়ালের ওপর লিখে আমাকে তার মনের কথা জানায়, সে চায় না যে আমি তাকে আমার কর্তা বলি, সে আমাকেই তার কর্ত্রী বলে।'

চিঠি লেখা শেষ হতে না হতেই হাত থেকে, দৃষ্টির সামনে থেকে উধাও হয়ে গেল — যেন সেখানে ছিলই না। বাদ্যি আরও জোরে বেজে উঠল, টেবিলের ওপর এসে হাজির হল মিষ্টি খাবার আর মিঠে সরবত, বাসন সব খাঁটি সোনার। সে খুশি হয়ে টেবিলের ধারে বসে পড়ল, যদিও জীবনে সে একা একা খায় নি। খাবার খেল, পান করল, তার শরীর জুড়িয়ে গেল, বাজনায় তার আনন্দ হচ্ছিল। খাওয়া দাওয়ার পর আবার সে সবুজ গাছপালায় ঢাকা বাগানে বেড়াতে গেল, কেননা তার আগে বাগানের অর্ধেকই তার ঘুরে দেখার অবসর হয় নি, সব আশ্চর্য দেখা হয়ে ওঠে নি। সব গাছপালা, ঝোপঝাড় আর ফুলের দল তার সামনে মাথা নোয়ায়, আর ফল পাকুড় —
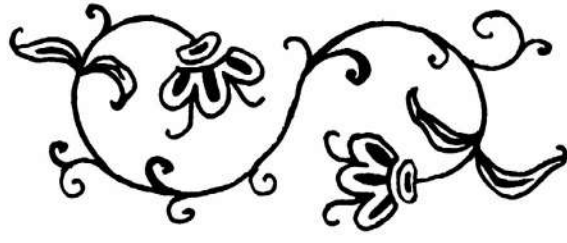
নাসপাতি, পীচফল, রসাল আপেল — নিজেরাই টুপটাপ মুখে এসে পড়ে। প্রায় সন্ধে অবধি, বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর সে তার উঁচু দেয়াল ঘেরা কুঠরীতে ফিরল, দেখতে পেল টেবিল সাজানো, আর টেবিলের ওপর আছে নানা মিষ্টি খাবার, মিঠে সরবত, আরও সব চমৎকার চমৎকার খাবার।

সন্ধ্যার খাবারের পর সে গেল সেই সাদা মর্মরপাথরের কুঠরীতে, যেখানে পড়েছিল অগ্নি-আখরে লেখা কথা। দেখতে পেল সেই একই দেয়ালে আবার সেই অগ্নি-আখরে লেখা শব্দমালা:

'আমার কর্ত্রী কি তার বাগিচায় আর মহলে, খাবারে আর দাসের সেবায় খুশি?'

সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি কণ্ঠে খুশি ঝরিয়ে বলল:

'আমাকে তুমি তোমার কর্ত্রী বলো না, তুমি হবে চিরকাল আমার আদরের, দরদী, কর্তামশাই। যে আদর-যত্ন তুমি করেছ তার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার উঁচু প্রাসাদ-কুঠরীর চেয়ে ভালো প্রাসাদ-কুঠরী, তোমার সবুজ বাগিচার চেয়ে ভালো বাগিচা দুনিয়ায় আর নেই। আমি কি খুশি না হয়ে পারি? এমন আশ্চর্য কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে আমি আর আমাতে নেই। আমার কেবল ভয় একা একা রাত কাটাতে। তোমার এত উঁচু উঁচু মহলের কোনটাতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।'

দেয়ালে আবার অগ্নি-আখরে লেখা ফুটে উঠল:

'ভয় পেয়ো না আমার সুন্দরী কর্ত্রী, তোমাকে একা একা রাত কাটাতে হবে না, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে তোমার আদরের, প্রিয় সখী, আর কুঠরীতে মানুষও অনেক, কেবল তুমি তাদের চোখে দেখতে পাও না, তাদের কথা শুনতে পাও না, কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সবাই মিলে রাত দিন তোমার দেখাশোনা করছে।'

শয়নের জন্যে সদাগরের ছোট মেয়ে, শয়ন কুঠরীতে যেতেই দেখে পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার আদরের, প্রিয় সখী — ভয়ে যেন কাঠ হয়ে আছে। কর্ত্রীকে
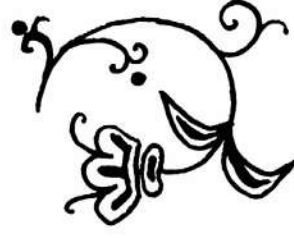
দেখতে পেয়ে তার ধড়ে প্রাণ এলো, তার ধবধবে হাতে চুমো খায় তার চঞ্চল পা দুটো জড়িয়ে ধরে। কর্ত্রীও খুশি, জিজ্ঞেস করে আদরের বাপের কথা, বড় বোনদের কথা আর নিজের দাসীর কথা; তারপর ইতিমধ্যে তার নিজের জীবনে যা যা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে সে সব বলতে বসল। ভোর অবধি তারা আর নিদ্রাই গেল না।

সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি এই ভাবে আছে ত আছেই। তার জন্যে নিত্য নতুন পোশাক — জমকাল, আর সাজসজ্জা এমনই, এতই অমূল্য যে কথায় বলে শেষ করা যায় না, কলমে লেখা যায় না। নিত্য নতুন চমৎকার চমৎকার খাবার দাবার আর আমোদ-প্রমোদ: বাজনার সঙ্গে সঙ্গে রথে চেপে অন্ধকার বনে বনে ঘুরে বেড়ায়। সে রথের লাগাম নেই, ঘোড়া নেই। তার সামনে সে বন ফাঁকা হয়ে গিয়ে ধুধু চওড়া আর সমান পথ করে দেয়। সে সেলাই ফোঁড়াইয়ের মেয়েলি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে — কাপড়ে সোনা-রুপোর সুতোয় নক্সা তোলে, ঘন মুক্তোর সারি দিয়ে ঝালর বোনে, আদরের বাপকে উপহার পাঠায়, আর সবচেয়ে জমকাল চাদরটা সে উপহার দেয় তার আদরের রাজাকে। রোজ সে ঘন ঘন আসে সাদা মর্মরপাথরের কুঠরীতে, তার দরদী রাজার সঙ্গে স্নেহমাখা কথা বলে, অগ্নি-আখরে লেখা তার জবাব আর অভিনন্দন পড়ে।

এমনি করে কত কাল যে কাটল কে জানে — বলতে গেলে ত অল্পেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ঘটনা অল্পে ফুরোয় না। সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি তার এ জীবন মানিয়ে নিতে লাগল। এখন আর সে কিছুতে অবাক হয় না, কিছুতেই ভয় পায় না। দিনে দিনে দরদী রাজাকে আরও ভালোবেসে ফেলে, দেখল যে সে অমনি অমনিই তাকে নিজের কর্ত্রী বলে ডাকে না, তাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। সদাগর-কন্যার ইচ্ছে হল তার গলার আওয়াজ শোনে, সাদা মর্মরপাথরের কুঠরীতে না গিয়েই, অগ্নি-আখরের লেখা ছাড়াই তার সঙ্গে কথাবার্তা চালায়।

এই নিয়ে সে অনুনয়-বিনয় শুরু করল। কিন্তু বুনো জানোয়ার, জলদত্যি সহজে তার অনুরোধে রাজি হয় না, তার ভয় হয় সদাগর-কন্যা তার গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে
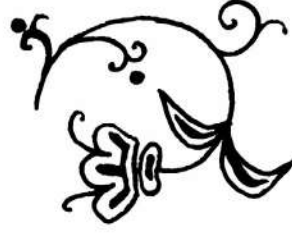
যাবে। সে তার আদরের কর্তাকে শেষ অবধি বলে কয়ে রাজি করাল। বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি তাকে না করতে পারল না, শেষ বারের মতো সে সদাগর-কন্যার জন্যে সাদা মর্মরপাথরের দেয়ালের ওপর অগ্নি-আখরে লিখল:

'আজ সবুজ বাগিচায় এসো, লতাপাতা ডালপালা আর ফুলে ফুলে জড়ানো তোমার সাধের কুঞ্জে এসে বসো, তারপর তুমি বলবে: 'আমার হুকুমের চাকর, আমার সঙ্গে কথা বল।'

সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালি মেয়েটি সবুজ বাগিচায় ছুটে গেল। সাধের কুঞ্জের ভেতরে যেতে যেতে সে বলল:

'কর্তা, আমার আদরের, কর্তামশাই, ভয় পেয়ো না — তোমার গলার আওয়াজে আমি ভয় পাব না; আমাকে তুমি যে এত দয়া দেখিয়েছ তার পর জন্তুর গর্জনেও আমি ভয় পাব না; ভয় নেই, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল।'

সদাগর-কন্যা শুনতে পেল কুঞ্জের পেছনে কে যেন ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল, তারপরই বেজে উঠল ভয়ংকর গলার আওয়াজ — বুনো আর কান ফাটানো, খনখনে আর হিস্হিসে, তা-ও আবার সে বলছিল চাপা গলায়। সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালি মেয়েটি বুনো জানোয়ারের, জলদাত্যির গলার আওয়াজ শুনে চমকে উঠল, কেবল ভয় সে মনে মনে চেপে রাখল, চেহারায় ভয়ের ভাব দেখাল না। দেখতে দেখতে বুনো জানোয়ারের, জলদাত্যির দরদী ও ভদ্র, জ্ঞানগর্ভ কথা সে শুনতে লাগল, শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেল, তার মন খুশিতে ভরে উঠল।

এর পর থেকে, সেই দিন থেকে তাদের কথাবার্তা চলত — সবুজ বাগিচায় বেড়াতে বেড়াতে, অন্ধকার বনে বনে রথে চেপে ঘুরতে ঘুরতে, উঁচু উঁচু মহলগুলোর ভেতরে ভেতরে। সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালি মেয়েটি একবার বললেই হল:

'আমার আদরের, কর্তামশাই, তুমি কি এখানে?'

বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি জবাবে বলে:
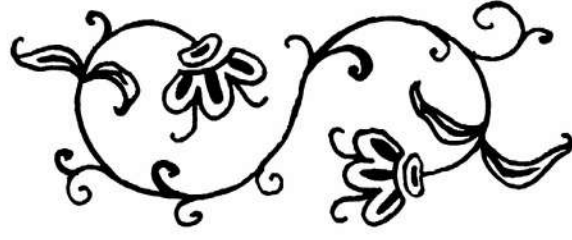
'আমার সুন্দরী কর্ত্রী, তোমার হুকুমের চাকর, তোমার চিরকালের বন্ধু আমি এইখানে।'

তার বুনো ও ভয়ঙ্কর গলার আওয়াজে সে ভয় পায় না, তাদের মধুর কথাবার্তা আর ফুরোয় না।

এই ভাবে কত কাল যে কেটে গেল কে জানে — সদাগরের ছোট মেয়ের, রূপের ডালি মেয়েটির ইচ্ছে হল বুনো জানোয়ারকে, জলদাত্যিকে নিজের চোখে দেখে। এই নিয়ে সে অনুনয়-বিনয় শুরু করল। বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি সহজে তার অনুরোধে রাজি হয় না, তার ভয় হয় সদাগর-কন্যা ভয় পেয়ে যাবে, কেননা সে ছিল এমনই ভয়ঙ্কর যে কথায় বলে বোঝানো যায় না, কলমে লেখা যায় না। বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি বলল:

'আমার পরমা সুন্দরী কর্ত্রী, আমার প্রিয় সুন্দরীটি, আমাকে অনুরোধ-উপরোধ করো না — আমার কুৎসিত মুখ, বিকট চেহারা আমি তোমাকে দেখাতে পারব না। আমার গলার আওয়াজ তোমার অভ্যাস হয়ে গেছে; আমরা বন্ধুর মতো মিলেমিশে আছি, আমরা একে অন্যকে ছেড়ে প্রায় থাকিই না, তোমাকে আমি যে কত ভালোবাসি তা কী বলব, আর তার জন্যে তুমিও আমাকে ভালোবাস। কিন্তু আমার কুৎসিত, ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে, চোখের সামনে থেকে দূর করে দেবে, আর তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হলে আমি শোকে-দুঃখে মারাই যাব।'

সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি সে কথা শুনল না, আরও জোরজার করতে লাগল, দিব্যি করে বলল যে দুনিয়ায় কোন ভয়ঙ্কর জীবকে সে ভয় করে না, সে তার দরদী কর্তাকে আগের মতোই ভালোবাসবে।

বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি কিছুতেই আর সে কথায় রাজি হয় না, কিন্তু সে তার সুন্দরী কর্ত্রীটির অনুরোধ ঠেলতে পারে না, তার চোখের জলের কাছে হার মেনে শেষকালে বলে:

'আমি নিজের চেয়েও তোমাকে বেশি ভালোবাসি, তাই তোমার কথা ফেলতে পারছি না; তোমার ইচ্ছে পূরণ করব, যদিও জানি যে আমার কপাল তাতে ভাঙবে, আমি অকালে মারা যাব। সন্ধ্যার আঁধার যখন ঘনিয়ে আসবে, যখন বনের ওপারে লাল রঙের সূর্য অস্ত যাবে, তখন সবুজ বাগিচায় এসে বলো: 'আমার প্রাণের বন্ধু, দেখা দাও!' আমি তোমাকে দেখাব আমার কুৎসিত মুখ, বিকট রূপ। আমার কাছে থাকতে যখনই তোমার অসহ্য লাগবে তখনই জানাবে তোমাকে চিরকাল তোমার অনিচ্ছায় ধরে রেখে যন্ত্রণা আমি দিতে চাই না: তোমার শয়ন কুঠরীতে বালিশের তলায় তুমি পাবে আমার সোনার আংটি। ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরলেই তুমি তোমার আদরের বাপের কাছে গিয়ে হাজির হবে, আমার কোন কথা কোন কালে শুনতে পাবে না।'

কোন রকম ভয় ডর না করে সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি নিজের ওপর বিশ্বাস রাখল। এক মুহূর্তের জন্যেও ইতস্তত না করে সে তৎক্ষণাৎ চলল সবুজ বাগিচার দিকে, অপেক্ষা করতে লাগল নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে, বনের ওপারে লাল রঙের সূর্য অস্ত যেতে সে উচ্চারণ করল: 'আমার প্রাণের বন্ধু, দেখা দাও!' সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে সে দেখতে পেল বুনো জানোয়ারকে, জলদত্যিকে: সে কেবল আড়াআড়ি পথ পার হয়ে ঘন ঝোপের ভেতরে গিয়ে গা ঢাকা দিল, অমনি সদাগরের ছোট মেয়ে রূপের ডালিটি চোখে আঁধার দেখল, আঁতকে উঠে রিনরিনে গলায় চিৎকার দিয়ে পথের ওপর জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি এই ভাবে কতক্ষণ পড়ে ছিল কে জানে। জ্ঞান ফিরে আসতে সে শুনতে পেল তার কাছাকাছি কোথাও কে যেন কাঁদছে, অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে করুণ স্বরে বলছে:

'তুমি আমাকে মেরে ফেললে গো সুন্দরী, তুমি আর আমাকে ভালোবাস না, তোমার এত সুন্দর মুখটি আমি আর দেখতে পাব না, আমাকে অকালে মারা যেতে হচ্ছে।'
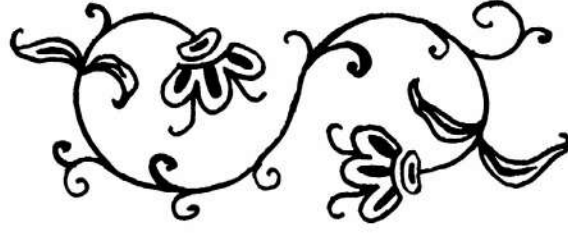
ভয়ানক আতঙ্ক আর লাজুক মেয়ের ভীরুতা সামলে নিয়ে সে কোন রকম ইতস্তত না করে বলল:

'না, আমার আদরের, কর্তামশাই, ভয় করো না, তোমার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে আমি আর ভয় পাব না, তোমাকে আমি ছেড়ে যাব না, তোমার দয়া আমি ভুলব না; এখন তুমি তোমার ঐ রূপেই দেখা দাও; আমি কেবল প্রথমটায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

বুনো জানোয়ার, জলদত্যি তার সেই ভয়ঙ্কর, কুৎসিত, কদর্য রূপে দেখা দিল, কিন্তু অনেক ডাকাডাকিতেও সদাগর-কন্যার কাছাকাছি এগিয়ে আসার সাহস তার হল না। পর দিন সে রক্তিম সূর্যের আলোয় বুনো জানোয়ারকে, জলদত্যিকে দেখতে পেল। তাকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে ভয় পেয়ে গেলেও সে তা প্রকাশ করল না। ক্রমে তার ভয় একেবারে কেটে গেল। এবারে তাদের আরও ঘন ঘন কথাবার্তা চলল: দিন রাত কোন সময়ই তাদের আর ছাড়াছাড়ি হয় না, দুপুরে ও সন্ধ্যায় তারা তৃপ্তিভরে মিষ্টি আহার করে, মধুর পানীয়ে প্রাণ জুড়ায়, সবুজ বাগিচায় ঘোরে, বিনি ঘোড়ার রথে আঁধার বনে বনে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে অনেক কাল কেটে গেল—বলতে গেলে অল্পেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু ঘটনা অল্পে ফুরোয় না। শেষকালে একদিন সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি স্বপ্নে দেখল যে বাপ তার অসুস্থ, শয্যাশায়ী। তার মনটা এমন আনচান করে উঠল যে সে ভাব আর কিছুতেই কাটে না। বুনো জানোয়ার, জলদত্যি তাকে মন খারাপ করতে আর চোখের জল ফেলতে দেখে মনে বড় ব্যথা পেয়ে জিজ্ঞেস করল তার মন এমন খারাপ কেন, তার চোখে জল কেন। সদাগর-কন্যা তাকে খারাপ স্বপ্নের কথা বলল, আদরের বাপকে আর মিষ্টি বোনদের একবার দেখে আসার জন্য তার অনুমতি চাইল। বুনো জানোয়ার, জলদত্যি তাকে বলল:

'আমার অনুমতিতে তোমার কাজ কি? আমার সোনার আংটি তোমার কাছেই আছে, ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরা মাত্রই বাড়িতে তোমার আদরের বাপের কাছে গিয়ে
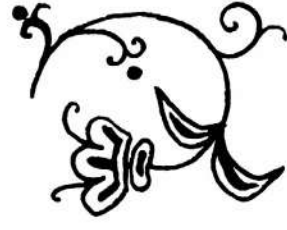
হাজির হবে। যতক্ষণ আমার জন্যে তোমার মন খারাপ না হয় ততক্ষণ থেকে যেতে পার, তবে একটা কথা তোমাকে বলি: ঠিক তিন দিন তিন রাত পরে যদি না ফের তা হলে আমাকে আর এ জগতে দেখতে পাবে না, ঐ মুহূর্তেই আমি মারা যাব, তার কারণ এই যে আমি তোমাকে নিজের চেয়েও বেশি ভালোবাসি, তোমাকে ছাড়া বাঁচতে পারি না।'

সদাগর-কন্যা তাকে নানা কথায় সান্ত্বনা দিয়ে আর দিব্যি করে বলল যে তিন দিন তিন রাত পেরোবার ঠিক এক ঘণ্টা আগে সে তার বিশাল পুরীর কুঠরীতে ফিরে আসবে। সে তার আদরের কতামশাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিল, ডান হাতের কড়ে আঙুলে আংটি পরতে না পরতে এসে হাজির হল তার আদরের বাপ ভালোমানুষ সদাগরের বাড়ির বিশাল আঙ্গিনায়।

অনেকক্ষণ তারা এ ওকে চুমো খেল, আদর করল, দরদভরা কথায় এ ওকে সান্ত্বনা দিল। আদরের বাপ আর মিষ্টি বড় বোনদের কাছে সে বুনো জানোয়ারের পুরীতে, জলদত্যির পুরীতে তার জীবনযাত্রার অক্ষরে অক্ষরে বর্ণনা দিল, ছিটেফোঁটাও বাদ দিল না। সে যে ধনী হয়ে রাজরাণীর মতো বাস করছে তাতে ভালোমানুষ সদাগর মহা খুশি হলেন, মেয়ের দৃষ্টি যে কদাকার প্রভুটিকে মানিয়ে নিয়েছে, সে যে বুনো জানোয়ারকে, জলদত্যিকে ভয় পায় না তাতে সদাগর আশ্চর্য হলেন। ছোট বোনের বিপুল ধনসম্পদের কথা শুনতে শুনতে আর সে যে রাজরাণীর মতো ক্ষমতা পেয়ে তার প্রভুর ওপর দাপটে রাজত্ব করছে এ কথা জানতে পেয়ে বড় দুই বোনের কিন্তু হিংসে হল।

এক দিন কাটল — যেন একটি ঘণ্টা, আরও এক দিন কাটল — যেন এক দণ্ড। তিন দিনের দিন বড় দুই বোন ছোট বোনকে বোঝানোর চেষ্টা করল সে যেন জানোয়ারটার কাছে, জলদত্যিটার কাছে ফিরে না যায়। 'ওটা মরুক গে, ওর অমনই গতি হওয়া উচিত...' ওরা বলল। প্রিয় অতিথি, ছোট বোন বড় বোনদের ওপর রেগে গিয়ে বলল:

'আমার প্রভু ভালো, দরদী, সে আমাকে বড় দয়া করে, আমাকে এত ভালোবাসে যে

ভাষায় বলা যায় না, তার এই দয়া আর ভালোবাসার প্রতিদানে আমি যদি তাকে নিষ্ঠুর মরণের দিকে ঠেলে দিই তা হলে আমার এই জীবনে কাজ নেই, বুনো জন্তুজানোয়ার আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেই ভালো।'

তার বাপ, ভালোমানুষ সদাগরও এমন ভালো কথার জন্যে তাকে প্রশংসা করলেন। ঠিক হল আদরের ছোট মেয়ে, লক্ষ্মী সোনা চোখজুড়ানো মেয়েটি নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক এক ঘণ্টা আগে বুনো জানোয়ারের কাছে, জলদত্যির কাছে ফিরে যাবে। কিন্তু বড় দুই বোনের আফসোস হল, তারা একটা ফন্দি আঁটল, দুষ্টবুদ্ধি খাটাল: বাড়ির সমস্ত ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে এক ঘণ্টা পেছিয়ে রেখে দিল।

আসল সময় যখন এলো তখন সদাগরের ছোট মেয়ের, রূপের ডালি মেয়েটির বুকের ভেতরটা মুচড়ে টনটন করে উঠল, কেমন যেন অস্থির অস্থির করতে লাগল। থেকে থেকে সে বাপের দিশী, বিলিতি যত রাজ্যের ঘড়ির দিকে তাকায় — না; এখনও যাত্রার সময় হয় নি। এদিকে বোনেরা তার সঙ্গে একথা সেকথা বলে, এটা ওটা জিজ্ঞেস করে, তাকে দেরি করিয়ে দেয়। কিন্তু তার মন আর মানে না; আদরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালি মেয়েটি তার আদরের বাপ ভালোমানুষ সদাগর আর বড় দুই মিষ্টি বোনের কাছ

থেকে বিদায় নিল, এক দণ্ডের জন্যে বাঁধা মেয়াদের আর অপেক্ষা না করে সোনার আংটি ডান হাতের কড়ে আঙুলে পরল, অমনি এসে হাজির বুনো জানোয়ারের, জলদাত্যির শ্বেতপাথরের প্রাসাদে, উঁচু দেয়াল ঘেরা কুঠরীর ভেতরে। কিন্তু সে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে না দেখে সদাগর-কন্যা অবাক হয়ে গেল, চেঁচিয়ে বলল:

'কোথায় তুমি আমার প্রিয় বন্ধু, দরদী প্রভু? আমার সঙ্গে দেখা করতে আসছ না কেন? আমি বাঁধা মেয়াদের পুরো এক ঘণ্টা আর এক দণ্ড আগে ফিরে এসেছি।

কোন সাড়াশব্দ নেই। মৃত্যুর নীরবত। সদাগর-কন্যার, রূপের ডালি মেয়েটির বুক কেঁপে উঠল, মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে ছুটে গেল দূর্বাঘাসে ঢাকা টিলাটার ওপর, যেখানে শোভা পাচ্ছিল তার সাধের আলতা জবাটি। দেখতে পেল বুনো জানোয়ার, জলদাত্যি তার কদর্য থাবায় আলতা জবা আঁকড়ে ধরে টিলার ওপর পড়ে আছে। সদাগর-

কন্যার মনে হল সে বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে, তার অপেক্ষায় থেকে থেকে এখন গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়েছে।
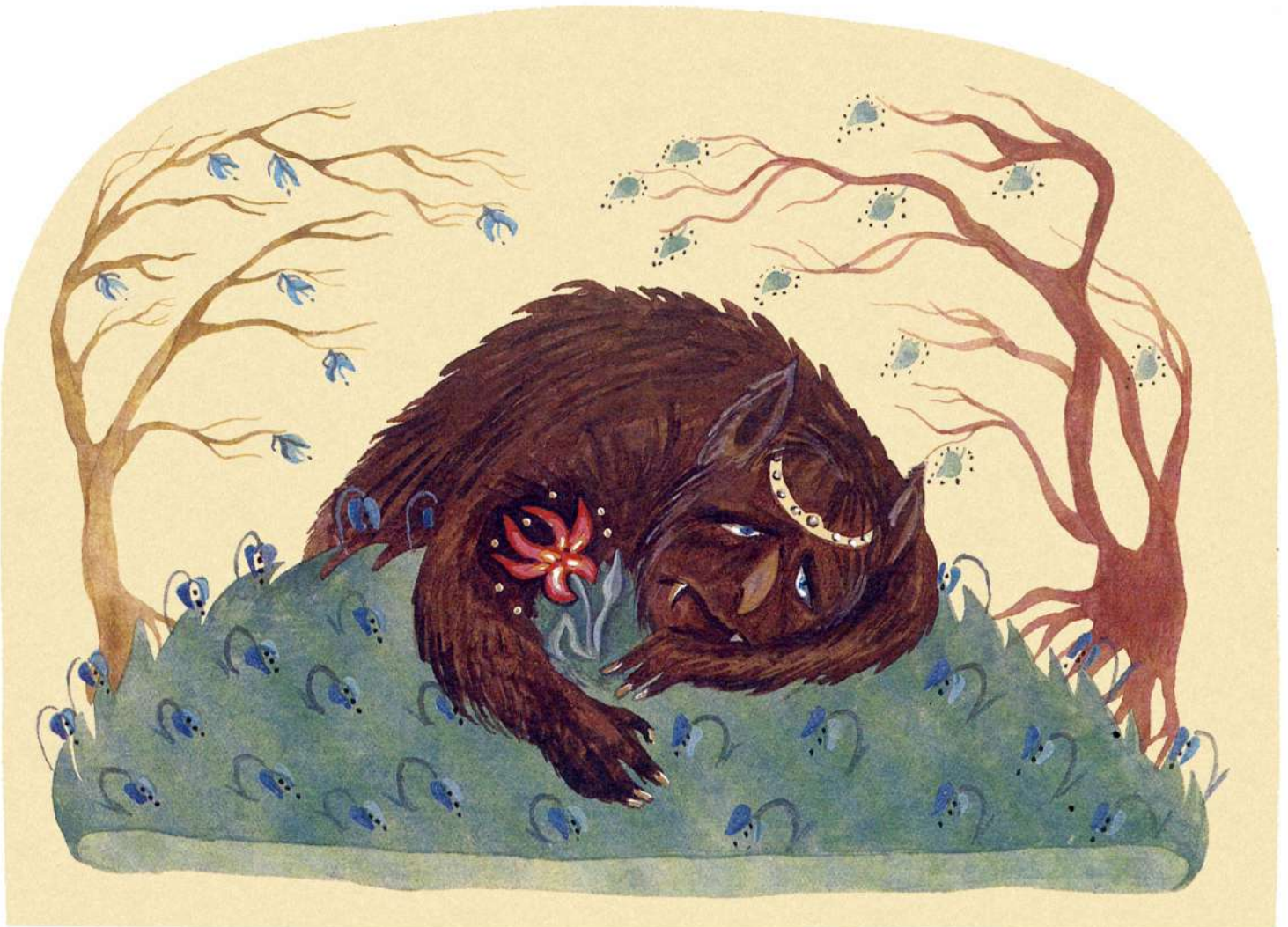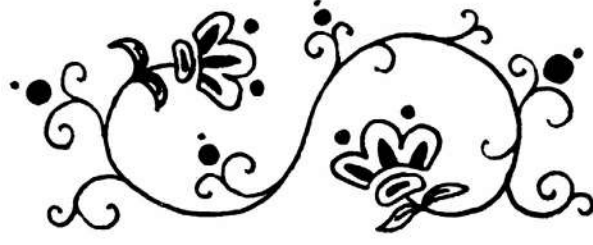
রূপের ডালি সদাগর-কন্যা ধীরে ধীরে ওকে জাগানোর চেষ্টা করল — ও শুনতে পেল না। এবারে আরও জোরে ওকে নাড়া দিয়ে জাগানোর চেষ্টা করল, ওর লোমশ থাবা জড়িয়ে ধরল — দেখতে পেল বুনো জানোয়ার, জলদত্যি জ্ঞান হারিয়ে নিষ্প্রাণ অবস্থায় পড়ে আছে...

সদাগর-কন্যার ধারাল চোখের দৃষ্টি অন্ধকার হয়ে এলো, চঞ্চল পা দুটি যেন ভেঙে পড়ল, সে নতজানু হয়ে তার সাদা ধবধবে হাত দিয়ে প্রিয় প্রভুর মাথা, কুৎসিত কদাকার প্রাণীটার মাথা জড়িয়ে ধরল, নিস্তেজ স্বরে ডুকরে কাঁদতে কাঁদতে বলল:

'ওঠ, প্রাণের বন্ধু আমার, জাগ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমার প্রাণের স্বামী।..'

এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক থেকে বিজলি ঝিলিক দিয়ে উঠল, ভয়ানক বজ্রপাতে মাটি কেঁপে উঠল, বজ্রের পাষাণতীর এসে আছড়ে পড়ল দূর্বাঘাসে ঢাকা টিলার ওপর। সদাগরের ছোট মেয়ে, রূপের ডালিটি জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এই ভাবে কতক্ষণ সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে ছিল কে জানে; কেবল জ্ঞান ফিরে আসতে সে দেখতে পেল বসে আছে আকাশছোঁয়া সাদা মর্মরপাথরের রাজপুরীর কুঠরীতে, মণি-মাণিক্যের কাজ করা সোনার সিংহাসনে আর তাকে সোহাগের আলিঙ্গন দিচ্ছে এক অপরূপ যুবক — রাজকুমার।

সেই যুবক রাজকুমারের মাথায় রাজমুকুট। সে সদাগর-কন্যাকে বলল:

'আমার চোখজুড়ানো সুন্দরী, আমি দেখতে বিকট দানবের মতো হলেও আমার ভালো স্বভাব আর ভালোবাসার জন্যে তুমি আমাকে ভালোবেসেছিলে, এখন মানুষের মূর্তিধারী আমাকে ভালোবাস, আমার আদরের বধূ হও। আমার স্বর্গত পিতা ছিলেন বিখ্যাত শক্তিশালী রাজা, দুষ্টবুদ্ধি মায়াবিনীর কোপ তাঁর ওপর এসে পড়ে। আমার

বয়স যখন একেবারেই অল্প তখন সে আমাকে চুরি করে নিয়ে যায়, তার শয়তানী, দুষ্ট মায়াবলে আমাকে ভয়ঙ্কর দানবের রূপ দেয়, এই অভিশাপ দেয় যে আমাকে এই কদাকার রূপ নিয়ে জীবন কাটাতে হবে, যতক্ষণ না যে-কোন বংশের যে-কোন গোত্রের কোন সুন্দরী মেয়ে এসে আমাকে আমার এই বিকট রূপেই ভালোবাসবে, আমার সত্যিকারের বধূ হতে চাইবে — তখন এই মায়ামন্ত্র কেটে যাবে, আমি আবার আগের মতো মানুষের রূপ পাব — রূপবান যুবক হব। এমন বিকট আর ভয়ঙ্কর আকার নিয়ে আমি ঠিক তিরিশ বছর কাটাই, আমার এই মায়াপুরীতে এগারোটি সুন্দরী সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম, তোমাকে নিয়ে বারোজন। একটি মেয়েও আমার স্নেহ ও দরদের ডাকে, আমার প্রাণের ডাকে সাড়া দিল না। একমাত্র তুমিই আমার অগাধ ভালোবাসায়, আমার স্নেহ ও দরদের ডাকে, আমার প্রাণের ডাকে আমার মতো কুৎসিত, কদাকার দানবকে ভালোবাসলে। তাই তুমি হবে নামজাদা রাজার ঘরণী, বিশাল রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী।